শৈত্যপ্রবাহে ও কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় আলুর নাবি ধসা রোগ দমনে করণীয়

রাতের তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশি এবং দিনে কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থা বিরাজ করলে আলুতে নাবি ধসা রোগ হতে পারে। এছাড়া মেঘলা স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া বা ঝির ঝিরে বৃষ্টি এ রোগের বিস্তারে সহায়তা করে। পাতায় এ রোগের লক্ষণ হিসেবে প্রথমে ফ্যাকাশে সবুজ রঙের দাগ পড়ে, পরে তা কালচে বাদামি রং এর ক্ষত সৃষ্টি করে। পাতার ডগার দিকে বা কিনারা বরাবর রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলে ও তা ক্রমশ: পত্র ফলকের মাঝের দিকে এগুতে থাকে। যদি আবহাওয়া শুকনো থাকে তাহলে আক্রান্ত পাতা কুঁকড়ে বা কুঁচকে যায়। আর ভেজা আবহাওয়ায় দ্রুত পচন ঘটে। নাবি ধসা রোগে আক্রান্ত জমিতে পচা দুর্গন্ধ বের হয়। রোগের লক্ষণ প্রথমে পাতায় দেখা গেলেও নাবি ধসা ধীরে ধীরে সমস্ত গাছটিই আক্রান্ত করতে পারে।

- উপযুক্ত সময়ে প্রতিরোধী ব্যবস্থা না নিলে প্রতিকূল আবহাওয়াতে ২-৩ দিনের মধ্যে এ রোগ মহামারী আকার ধারণ করতে পারে।
- আক্রান্ত জমির সেচ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে।
- প্রতিকূল আবহাওয়া থাকলে পাতার ওপর এবং নিচে ভালভাবে ভিজিয়ে ছত্রাকনাশক হিসেবে ম্যানকোজেব ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পরপর স্প্রে করতে হবে। আলুর জমিতে সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে। বেশি সার প্রয়োগ করা যাবে না। আগাছা দমন করতে হবে।
- রোগ দেখা দিলে ৪-৫ দিন পর পর ছত্রাকনাশক হিসেবে এমিটোকট্রিাডিন ৩০%+ ডাইমেথোমর্ফ ২২.৫% অথবা ম্যানকোজেব ৬৪%+ সাইমোক্সানিল ৮% অথবা ম্যানকোজেব ৫০%+ ফেনামিডন ৫০% অথবা ম্যানকোজেব ৬০%+ ডাইমেথোমর্ফ ৯% দুই গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে অথবা প্রোপিনেব ৭০%+ ইপ্রোভেলিকার্ব এক গ্রাম ও ম্যানকোজেব ৬০%+ ডাইমেথোমর্ফ ৯% দুই গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে অথবা প্রোপিনেব ৭০%+ ইপ্রোভেলিকার্ব চার গ্রাম ও ম্যানকোজেব ৫০%+ ফেনামিডন ১০% দুই গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। যদি পাতা ভেজা অবস্থায় স্প্রে করতেই হয় তবে প্রতি লিটার পানিতে ২-৩ গ্রাম সাবানের গুঁড়া ছত্রাকনাশকের সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য উপসহকারী কৃষি অফিসার বা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন। তাছাড়া কৃষিবিষয়ক তথ্য পেতে যেকোনো মোবাইল অপারেটর থেকে কৃষি কল সেন্টারে **১৬১২৩** নম্বরে ফোন করুন।

কৃষি তথ্য সার্ভিস

মুদ্রণসংখ্যা: ৪০ হাজার কপি/জুন,২০২৩